দৈনিক জনকণ্ঠ
২৫ ... ২০০২

দেশের সোয়া কোটি ছাত্রছাত্রী এবং চার লাখ শিক্ষক-কর্মচারীকে
টানা ছয় ঘণ্টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করতে হবে।
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে হলেও শিক্ষকদের
নিজ প্রতিষ্ঠানে পুরো সময় উপস্থিতি
নিশ্চিত করতে হবে

স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় দশ

...রিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশের সোয়া কোটি ছাত্রছাত্রী ...বং চার লাখ শিক্ষক-কর্মচারীকে টানা ছয় ঘণ্টা শিক্ষা ...তিষ্ঠানে অবস্থান করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ...কালে সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে স্কুলের নতুন সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা। দেশের আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেল... কার্যকর... শিক্ষকদে... নিশ্চিত ...

...সম্পৃক্ত নয়।

ধাওয়া খেয়ে ডিসি অফিসে ওসির আ...

রংপুরে শ্রমিক নেতার জামি... নামঞ্জুর হওয়ায় আদালত চত্বরে তুলকালাম

রংপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সোম... দুপুরে রংপুর সদর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এক শ্র... নেতাকে জামিন না দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে... তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। লাঠিসোটা ও ধা... ...শ্রমিক নেতা শাহিন গ্রুপের ধাওয়া ...

(প্রথম পাতার পর) **স্কুল-কলেজ মাদ্রাসায়...**

কলেজ ও মাদ্রাসায় কন্ট্রাক্ট আওয়ার বাড়ানো এবং ... ইউনিফর্ম সিস্টেম ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামের একজন ছাত্র দিব্যি খেয়েদেয়ে সকাল দশটায় ক্লাসে আসবে আবার বিকাল চারটায় বেশি ক্লান্ত হবার আগেই বাড়ি ফিরবে। ডিজি আরও বলেন, রাজধানী ও মেট্রোপলিটন সিটির যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট রয়েছে সেখানে এই নিয়ম কার্যকর নয়।

জানা যায়, দেশের স্কুল-কলেজে এত দিন সমন্বিত সময়সূচী ছিল না। একেক স্কুল একেক সময় ক্লাস নিত। শিক্ষকরা যাঁর যাঁর ক্লাস নিয়েই কেটে পড়তেন। প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারে সময় দিতেন অনেকে। একেক স্কুল একেক সময় ক্লাস শুরু করায় এবং ছুটি দেয়ায় বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক সার্কুলার জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মকালীন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান জরুরী। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাল সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সকল প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সরকারের এই সার্কুলারের সমালোচনা করেছে। ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন, একজন শিক্ষক দিনে ক'টি ক্লাস নেন বা নিতে পারেন সেসব বিবেচনায় না নিয়ে ঢালাওভাবে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের দশটা-চারটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা অফিসাররা শিক্ষকদের হয়রানি শুরু করেছেন। সরকার এই আদেশ জারির আগে কোন শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা নেই। তাঁরা বলেন, স্কুলে গণিতের শিক্ষক ইতিহাস পড়ালেও কলেজে থাকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক। তাই একজন কলেজ শিক্ষক দিনে ক'টি ক্লাস নেন তা মূল্যায়ন না করে এই আদেশ জারি হয়েছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সঙ্কট তা এই সিদ্ধান্তের ফলে আরও বাড়বে। তাঁরা মনে করেন যে, এই আদেশ একদিকে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে দেয়া হয়নি এবং অন্যদিকে আদেশটি শিক্ষকদের মর্যাদাসংক্রান্ত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালার লঙ্ঘন। বিবৃতি প্রদানকারীরা হলেন শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, আসাদুল হক, আব্দুর রব প্রমুখ।